কবিতা হিসাবে গুরুদেবের গানের নানা প্রকৃতির Lyric আবেগের মাধুর্য এবং ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর ও লোকশ্রেণীর সঙ্গীতের সুর ও ছন্দের মাধুর্য অনুভব করবার শিক্ষা একসঙ্গে যাঁরা গ্রহণ-করতে পারবেন, তাঁরাই হবেন প্রকৃত রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসিক গায়ক এবং রসিক শ্রোতা। এইরূপ গুণসম্পন্ন গায়ক ও শ্রোতা দেখা খুবই কম।

শান্তিদেব ঘোষ।

২বৈশাখ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

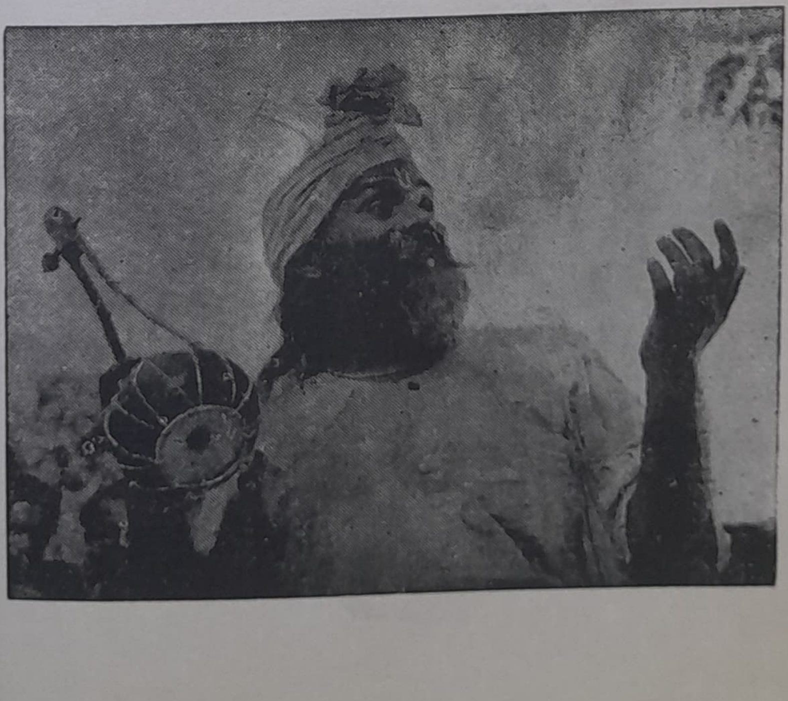

আচার্য শান্তিদেব ঘোষ ঃ ১০ম একক আসর

আকাদমী অব ফাইন আর্টস ঃ ১১ ডিসেম্বর ১৯৭৮

চলি গো, চলি গো	ফাল্গুনী
কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার	ডাকঘর
অমল ধবল পালে লেগেছে	শারদোৎসব
বসন্তে কি শুধু কেবল	রাজা
আলো আমার আলো ওগো	অচলায়তন
রইল বলে রাখলে কারে	মুক্তধারা
না ব'লে যায় পাছে সে	চিরকুমার সভা
না, না গো না	,,
আর রেখো না আঁধারে	নটীর পূজা
কাঁদালে তুমি মোরে	পরিত্রাণ
জাগো, হে রুদ্র, জাগো	তপতী
যাবই আমি যাবই ওগো	তাসের দেশ
হ্যাঁচ্ছোঃ হা-আ-আ-আই ইচ্ছে !	,,
যে আমারে দিয়েছে ডাক	চণ্ডালিকা
সব দিবি কে, সব দিবি পায়	বসন্ত
বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা	শেষবর্ষণ
বাকি আমি রাখব না	শ্রাবণগাথা
চলে যায় মরি হায়	নবীন
তিমিরদুয়ার খোলো	শিশুতীর্থ
তুমি কি কেবলি ছবি	শাপমোচন
যুগে যুগে বুঝি আমায়	রক্তকরবী

কাল মৃগয়া বাল্মীকি প্রতিভা চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকা
শ্যামা ইত্যাদির গান

নাট্যাংশ ঃ শমীক ঘোষ ও শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়

যন্ত্রানুষঙ্গ ঃ অনাদিনাথ দত্ত, সলিল মিত্র, সুকেশ জানা, শীতল গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয়কুমার সিংহ, প্রভাত কুমার পাল

মঞ্চসজ্জা ঃ রঞ্জিত কুণ্ডু ও সুবল সাহা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

শ্রীঅশোককুমার সরকার, শ্রীসুভাষ চৌধুরী, শ্রীগৌতম বসু, শ্রীমতী মাধুরী দে, শ্রীদীপককুমার দাশগুপ্ত, শ্রীরাসবিহারী দত্ত, শ্রীতরুণকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীহৃষিকেশ দাস, আনন্দবাজার পত্রিকা, স্টাইলো, দাঁ পেপার হাউস, ইনরেকো

* * *

'বিশ্ববীণা' সঙ্গীত পত্রিকার শত শত পাঠক ও গ্রাহক-গ্রাহিকার সস্নেহ শুভেচ্ছায় পত্রিকাটির ৯ম সগৌরব বর্ষপূর্ত্তি সম্ভব হল। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র-সম্পাদিত ধারাবাহিক 'রবীন্দ্রসঙ্গীত কোষ'-সম্বলিত প্রতিটি সংখ্যা ১০ম বর্ষেও প্রতিটি পাঠক-পাঠিকার আশা-আকাঙ্খা অবশ্যই পূরণ করবে। গ্রাহক চাঁদা সডাক ৭ টাকা মাত্র। প্রধান সম্পাদক— অমিতাভ ঘোষ ১৩/১ পঙ্কজ মল্লিক রোড [রিচি রোড] কলিকাতা ৭০০০১৯ ফোন ৪৭-৪২২৭

[বিশ্ববীণা : ৯ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুইচার মাত্রার তাল

শান্তিদেব ঘোষ

২।৪ মাত্রায় বিভক্ত, মোট ৬ মাত্রার এক প্রকার তালের গান রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে অনুরূপ ছন্দের কোন তাল আছে বলে জানা যায় না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটি সঙ্গীতে এই তালটি অতি প্রসিদ্ধ। কর্ণাটি সঙ্গীতের শিক্ষার্থীকে এই তালে, 'মায়ামালব গৌড়' নামক রাগের, 'সরগম' ও একটি গান দিয়ে সঙ্গীতের শিক্ষা শুরু করতে হয়। দক্ষিণী সঙ্গীতে তালটির নাম হল 'পত্তিতাল' বা 'রূপক তাল'।

গুরুদেব এই ছন্দের তালটি তাঁর গানে ব্যবহার করলেও তার নামকরণ তিনি করে যাননি। ২।৪ মাত্রার কর্ণাটি রূপক তালের ছন্দে তিনি ১৩২৯ সালে প্রথম যে গানটি রচনা করেছিলেন সেটি হল, 'আমার যদি বেলা যায় গো বয়ে'। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এর পূর্বে তিনি এই ছন্দ বা তালটি তাঁর গানে ব্যবহার কেন করেন নি? এর কারণ হল, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর, এই ছন্দটির সঙ্গে গুরুদেবের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ হয়।

অন্ধ্র প্রদেশস্থিত পিঠাপুরম রাজদরবারের প্রখ্যাত কর্ণাটি সঙ্গীতজ্ঞ বীণাবাদক, সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী, সেযুগে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে এসে বেশ কয়েক মাস থাকতেন। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় গুরুদেব এবং শান্তিনিকেতনবাসীদের বীণা বাজিয়ে শোনাতেন। সেই যুগের কিছু অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে বীণা বাজানোর শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এই ভাবে তিনি ইংরাজী ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকবার শান্তিনিকেতনে এসে, কয়েক মাস থেকে বীণার বাজনা শুনিয়েছেন এবং বীণা বাজাতে শিখিয়েছেন। তাঁর কাছে বীণার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত 'মায়ামালব গৌড়' রাগের নানাবিধ ছন্দবহুল 'পাল্টা', রূপকতালের 'সরগম' ও একটি গান দিয়ে। তিনি যখন সন্ধ্যায় সকলকে বীণা বাজিয়ে শোনাতেন, তখন তাতে প্রায়ই নানা রাগিণীতে গঠিত ২।৪ মাত্রার রূপক তালের কিছু গানও থাকতো। দক্ষিণ ভারতীয় বীণা বাজাবার রীতি হল, 'সা' ও 'পা' সুরে বাঁধা চিকারির তারে, ডান হাতের কড়ে আঙুলে গানের প্রথম থেকে

শেষ পর্যন্ত তালের ঝংকার তোলা। এর দ্বারা গানের মূল ছন্দ বা তালটি বীণাতে খুবই স্পষ্ট বোঝা যায়। সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর বীণাবাদন শোনার পর ২।৪ মাত্রার রূপক তালের সঙ্গে গুরুদেব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান। এবং তারপর থেকেই কর্ণাটি রূপক তালের ছন্দে গান রচনায় উৎসাহিত হন।

কর্ণাটি সঙ্গীতের রূপক তালটি যেভাবে সম, ফাঁক এবং মাত্রার দ্বারা গঠিত, তা হল :

+   0   +
I ১   ২ | ৩   ৪   ৫   ৬ I

অর্থাৎ ১ম ও ৩য় মাত্রায় তালি, ২য় মাত্রায় ফাঁক।

গুরুদেব এই তালটিকে তাঁর গানে গ্রহণ করেও তার তালি অংশের ঝোঁকটি কেবল গ্রহণ করলেন। ১ম ও ৩য় মাত্রায়, বীণার চিকারিতারে যেভাবে ছন্দটি প্রকাশ করা হয়, সেইরূপ তালি বা ছন্দের ঝোঁকের উপরেই তিনি নির্ভর করলেন। সেই কারণে, দিনেন্দ্রনাথ ২।৪ ছন্দে রচিত গুরুদেবের প্রথম গানটির স্বরলিপি করলেন, এইভাবে :

II সা ঋা | ঋমা -া -া -া I জ্ঞঋা সণ্া I সা -া -া -া I
য 0 দি • ◦ ◦ বে • ◦ • লা ◦ • •

গুরুদেবের মৃত্যুর পর, রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিশেষজ্ঞরা এই তালটির নামকরণ করে বললেন, 'ষষ্ঠী তাল'।

২।৪ মাত্রার এইরূপ একটি তাল, ১২৯৮ সালে (১৮৯৩) গুরুদেবের পরিবারে পরীক্ষামূলকভাবে নামসহ প্রচলনের চেষ্টা যে করা হয়েছিল, সম্প্রতি তার সন্ধান পাওয়া গেল। গুরুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ব্রহ্মসঙ্গীতে এইরূপ একটি তাল ব্যবহার করেছিলেন। তিনি 'সংখ্যামাত্রিক' স্বরলিপিতে ১৮১৪ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, 'লচ্ছাসার' রাগে এবং 'চপক' নামক তালে, 'জয় জয় ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ, মহাদেব, ভূমা ভূমা অজর অমর' শীর্ষক একটি গান প্রকাশ করেন। 'চপক' তালটি, সেযুগে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতরসিকদের মধ্যে অজানা ছিল বলেই বোধহয়, স্বরলিপির সঙ্গে তার পরিচয় দিয়ে, তিনি লিখেছিলেন :

"চপক তালটি অনেকটা সুরফাঁকতালের মত। সুরফাঁকতাল তিনটি তালিতে বিভক্ত। তাহার প্রথম এবং সর্বশেষ তালি প্রত্যেকে চারিমাত্রা এবং মধ্যের তালি দুই মাত্রা

অধিকার করিয়া থাকে। এই সুরফাঁকতালের প্রথম তালি বিভাগটি ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট তালিবিভাগ রাখিয়া দিলেই তাহা চপক তালের তালিবিভাগ হইল। সুরফাঁকতালের যেমন প্রথম তালিতে সম্, চপক তালেরও সেইরূপ প্রথম তালিতে সম পড়ে।" এই তালটি কিভাবে তিনি পেয়েছিলেন, বা নতুন সৃষ্টি কিনা সেইরূপ কোন কথা তিনি পরিষ্কার করে বলেন নি।

হিতেন্দ্রনাথের বক্তব্যটিকে মাত্রা বিভাগের দ্বারা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছি।

সুরফাঁকতাল মোট ১০ মাত্রার তাল।

দুই প্রকার মাত্রা ভাগে, এই তালটি সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে প্রচলিত। যথা:

```
           +               +        +
১।     | ১  ২  ৩  ৪ | ৫  ৬ | ৭  ৮  ৯  ১০ |
```

অর্থাৎ এইরূপ সুরফাঁকতালে, সম সমেত মোট তিনটি তালি পড়ে, কোন ফাঁক নেই।

```
           +       0       +       +       0
২।     | ১  ২ | ৩  ৪ | ৫  ৬ | ৭  ৮ | ৯  ১০ |
```

অর্থাৎ, এতে সম সমেত মোট তিনটি তালির সহিত দুটি ফাঁক দেখাবার রীতি প্রচলিত। গুরুদেব এবং তাঁর আত্মীয়দের গানে দুই রকমের সুরফাঁকতালই ব্যবহৃত হয়েছে। হিতেন্দ্রনাথ, ফাঁকবিহীন সুরফাঁকতালের সাহায্যেই যে 'চপক' তালটির উদ্ভাবনার কথা বলেছিলেন, তাঁর উপরে উদ্ধৃত উক্তি থেকে তা অনুমান করা যায়।

মোট ১০ মাত্রার এই তাল থেকে, প্রথম দিককার ৪ মাত্রা বাদ দিয়ে, ৫ মাত্রাকে 'সম' বা প্রথম মাত্রা হিসেবে গ্রহণ করে তার দ্বারা পরবর্তী দুই তালি যুক্ত মোট ৬ মাত্রার যে ছন্দ বা তাল আমরা পাব, তাকেই হিতেন্দ্রনাথ বললেন 'চপক' তাল। তিনি, সুরফাঁকতালের ।৫ ৬।৭৮৯ ১০। মাত্রা কটিকে যথাক্রমে ১২।৩৪৫৬ মাত্রায় সাজিয়ে নেবার কথা বলেছিলেন।

'চপক' তালের প্রকৃত রূপটি দেখাবার জন্য, সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপিতে প্রকাশিত হিতেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতটির আকারমাত্রিক স্বরলিপি মুদ্রিত হল:

```
II সা সা | সা সা রা -া I গা -া | -া -া -া -া I গা মা | পা -া -া -া I
   জ য়      জ য় ব্র ০     ক্ষ্ম ণ্     ০  ০  ০  ০     ব্র ০     ক্ষ্ম ০  ০ ণ্
```

I মা মা | -া -া মা মা I মা মা | -া -া মা·গা I সা´ সা´ | সা´ -া সা´ না I
ম হা • ◦ দে ব ম হা • ◦ দে ব ভূ ◦ মা • ভূ ◦

I ধা না | সা´ রা´ সা´ সা´ I সা´ সা´ | -া -া -া -া I
মা ◦ অ জ র অ ম র ◦ ◦ ◦ ◦

এই গানটির আর একটি স্বরলিপি পাওয়া যায়, সরলাদেবী কর্ত্তৃক ১৩০৭ সালে প্রকাশিত 'শতগান' নামক স্বরলিপি গ্রন্থে। তাতে বলা হয়েছে যে, একটি হিন্দী গান ভেঙে এটি রচনা করেছিলেন, গুরুদেবের সেজদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানটির উপর 'লচ্ছাসার' রাগিণী ও 'চপক' তালটির নাম আছে। কিন্তু, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্বরলিপির সঙ্গে তার তালের মিল নেই। সরলাদেবী, গানটি 'চপক' তালে রচিত বলেছেন, অথচ স্বরলিপি করেছেন চার মাত্রার ভাগে গোট ১৬ মাত্রার তালে, যথা :

II সা সা সা সা | রা -া গা -া | -া -া গা মা | পা -া -া মা I মা -া মা -া | মা মা মা -া |
জ য় জ য় ব্র ◦ হ্মণ্ ◦ ◦ • ব্র • হ্মণ্ • • ম হা • দে ◦ ব ম হা •

| গা -া গা -া | -া -া -া -া I সা´ -া সা´ -া | না সা´ ধা না | সা´ রা´ সা´ সা´ | সা´ সা´ -া -া I
দে • ব ◦ ◦ ◦ • • ভূ • মা • ভূ ◦ মা • অ জ র অ ম র • •

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে, অর্জুনের 'ক্ষমা করো আমায়, বরণ যোগ্য নহি বরাঙ্গনে' কথাটির সুর গুরুদেব বসিয়েছিলেন এই গানটিকে স্মরণ করে, কিন্তু 'চপক' তালের ছন্দটিকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিষদ-এর পরবর্তী তিনটি প্রযোজনা

- রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর—নিবেদন করবেন আচার্য শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

- একক কণ্ঠসঙ্গীত—নিবেদন করবেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র

- গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পূজা ও প্রেম পর্যায়ের সুনির্বাচিত গান—নিবেদন করবেন আচার্য শান্তিদেব ঘোষ

উল্লিখিত আসরগুলির স্থান ও সময় এবং অগ্রিম আসন সংরক্ষণের জন্য অনতিবিলম্বে পত্রালাপ করুন—

ঃ কর্মসচিব ঃ

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিষদ

১৩/১ রিচি রোড

কলিকাতা-৭০০০১৯

With best compliments from :

India Industrial Enterprises

ENGINEERING DIVISION
CAMAC COURT-2F
25, Camac Street, Calcutta-700 016

Phones : 44-5680/43-3786
Telex : BENTLYS CA-2419
Gram : INDUSTRIAL

Songs of Rabindranath

33⅓ HINDUSTHAN RECORD

প্রথম ভাগ—কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি • চপল তব নবীন আঁখি দুটি • তুমি কি কেবলই ছবি • আবার মোরে পাগল ক'রে দিবে কে • জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে • আকাশ হতে খসল তারা

দ্বিতীয় ভাগ—নহ মাতা, নহ কন্যা • অধরা মাধুরী ধরেছি • খাঁচার পাখি ছিল • বসন্তে কি শুধু কেবল • নিশীথ রাতের প্রাণ • আমায় বোলো না গাহিতে

রেকর্ড নং ১৪২৪-৫০২১

INRECO দি ইণ্ডিয়ান রেকর্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ